গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ
মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা।
www.fisheries.gov.bd

পত্র নং- ৩৩.০২.০০০০.১২৪.২৭.০০১.২০ (৪র্থ)- ৩৯৩ তারিখঃ ১২/০৯/২০২২ খ্রি.।

বিষয়ঃ মৎস্য ও মৎস্যপণ্য (পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০২০ অনুযায়ী আমদানিকৃত মৎস্যপণ্য পরিদর্শন প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ১৯৮৩ সালের Fish and Fish Products (Inspection and Quality Control) অধ্যাদেশ রহিতক্রমে সময়ের চাহিদার আলোকে মৎস্য ও মৎস্যপণ্য (পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০২০ প্রণীত হয়েছে। সর্বসাধারণের অবগতির জন্য বিগত ২৬ নভেম্বর, ২০২০ তারিখে আইনটি বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে।

এ আইনের ২২, ২৩ ও ২৪ ধারায় পঁচা, দূষিত, ভেজাল ও অপদ্রব্য মিশ্রিত, ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থযুক্ত কোনো মৎস্য ও মৎস্যপণ্য আমদানি নিষিদ্ধকরন; আমদানির পূর্বে অনাপত্তি সনদ সংগ্রহ; আমদানিকৃত মৎস্যপণ্যের কনসাইনমেন্টের সাথে রপ্তানিকারক দেশের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইস্যুকৃত স্বাস্থ্যকরত্ব সনদ ও অ্যাক্রিডিটেড ল্যাবরেটরি কর্তৃক ক্ষতিকারক এন্টিবায়োটিক, অনুজীব, কীটনাশক, হেভী মেটাল, রঞ্জক পদার্থ, এডিটিভস, স্টেরয়েডস, হরমোন এবং অন্য কোনো ক্ষতিকারক পদার্থ পরীক্ষণের প্রতিবেদন দাখিল সংক্রান্ত বিধানাবলীর উল্লেখ রয়েছে।

এ আইনের ২৫ ধারায় আমদানিকৃত মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের পরিদর্শন, নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষা বিষয়ে নিম্নরুপ বিধানাবলী রয়েছে:

(১) পরিদর্শনকারী কর্মকর্তা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, আমদানিকৃত বরফায়িত, হিমায়িত, কিউরড বা অন্য কোনো উপায়ে প্রক্রিয়াজাত মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের কনসাইনমেন্ট পরিদর্শন, বন্দর হইতে ছাড়করণ, ভৌত গুণাগুণ পরীক্ষা করিবেন এবং অণুজীব, এন্টিবায়োটিক, হেভি মেটাল, কীটনাশক, হরমোন, রঞ্জক পদার্থ ও অন্যান্য ক্ষতিকারক রাসায়নিক পদার্থের উপস্থিতি পরীক্ষার উদ্দেশ্যে নির্ধারিত পদ্ধতিতে বিনামূল্যে নমুনা সংগ্রহ করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন পরীক্ষিত মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের নির্ধারিত মাত্রা অপেক্ষা অধিক অণুজীব পাওয়া গেলে অথবা নিষিদ্ধ এন্টিবায়োটিক ও ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ সনাক্ত হইলে অথবা অনুমোদিত এন্টিবায়োটিক ও রাসায়নিক পদার্থ নির্ধারিত মাত্রা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে উপস্থিত থাকিলে, পরিদর্শনকারী কর্মকর্তা, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, আমদানিকৃত মৎস্য ও মৎস্যপণ্য বিনষ্ট করিতে বা রপ্তানিকারকের নিকট ফেরত প্রদানের আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

এমতাবস্থায়, আমদানিকৃত মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের বিষয়ে মৎস্য ও মৎস্যপণ্য (পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০২০ এবং মৎস্য ও মৎস্যপণ্য (পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ১৯৯৭ (সংশোধিত ২০০৮, ২০১৪ ও ২০১৭) অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

১২/০৯/২০২২

(খঃ মাহবুবুল হক)
মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব)
ফোন: ০২-২২৩৩৮২৮৬১
ই-মেইল: dg@fisheries.gov.bd

উপপরিচালক,
মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ, মৎস্য অধিদপ্তর
ঢাকা/চট্টগ্রাম/খুলনা।

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ক্রম অনুসারে নয়):

১. চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
২. সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা, (মনোযোগ: যুগ্মসচিব, মৎস্য-৫ অধিশাখা)।
৩. কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স ম্যানেজার, মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি, ঢাকা/চট্টগ্রাম/খুলনা।